

সূরা ৫৯ : হাশ্ব, মাদানী

৫৯ - سورة الحشر، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২৪. রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ٢٤، رُكُوعَاتُهَا : ٣)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, এটা হল সূরা বানী নায়ীর। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন : ‘এটা হল সূরা হাশ্ব।’ তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি বানু নায়ীর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন : ‘এটা কি সূরা বানী হাশ্ব?’ তিনি উত্তরে বলেন : সূরা বানী নায়ীর। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৭, মুসলিম ৪/২৩২২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	<p>١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>
২। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ হতে;	<p>٢. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ</p>

<p>কিছু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুন্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর!</p>	<p>حُصُونَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ</p>
<p>৩। আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।</p>	<p>۳. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ</p>
<p>৪। উহা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং কেহ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলেতো আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।</p>	<p>۴. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>
<p>৫। তোমরা যে খজুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ</p>	<p>۵. مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ</p>

পাপাচারীদেরকে
করবেন।

লাঞ্ছিত

الْفٰسِقِيْنَ

পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাদের নিজ ভাষায় তাসবীহ পাঠ করে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّۚ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖۚ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা প্রায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪৪)

তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর সমুদয় হুকুম ও আদেশ দানের ব্যাপারে বিজ্ঞানময়।

বানী নাযিরদের করণ পরিণতি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ তিনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে অর্থাৎ বানু নাযীরকে আবাসস্থল হতে বিতাড়িত করেছিলেন।

এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, মাদীনায় হিজরাত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার এই ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেননা এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ করবেনা। কিন্তু ঐ লোকগুলো এই চুক্তি ভঙ্গ করে যার কারণে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান হতে বের করে দেন। তারা যে এখান হতে (মাদীনা হতে) বের হবে এটা মুসলিমরা কল্পনাও করেনি। স্বয়ং ইয়াহুদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের সুদৃঢ় দুর্গ বিদ্যমান থাকা

সত্ত্বেও কেহ তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর মার পড়ল তখন তাদের ঐ মযবূত দুর্গুণ্ডি থেকেই গেল, হঠাৎ তাদের উপর এমনভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ল যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিলেন। তাদের কেহ কেহ সিরিয়ার কৃষিভূমির দিকে চলে গেল এবং কেহ কেহ গেল খায়বারের দিকে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যেতে পারে। এ জন্য তারা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিল এবং যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারল তা নিয়ে গেল। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يُخْرِئُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, কিভাবে তাদের উপর অকস্মাৎ আল্লাহর আযাব এসে পড়ল এবং দুনিয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেল এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

আবদুর রাহমান ইব্ন কা‘ব ইব্ন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ কাফিরেরা ইব্ন উবাই এবং তার আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় মুশরিক সঙ্গীদেরকে পত্র লিখলো। এ পত্রটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেই লিখিত হয়। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ : ‘তোমরা আমাদের সাথীকে (রাসূলুল্লাহকে সঃ) তোমাদের ওখানে স্থান দিয়েছ। এখন তোমরা হয় তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে বের করে দাও, না হয় আমরাই তোমাদেরকে বের করে দিব এবং আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করব। অতঃপর তোমাদের সকল যোদ্ধা ও বীরপুরুষকে হত্যা করে ফেলব এবং তোমাদের নারীদেরকে দাসী বানিয়ে নিব।

আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর পরামর্শ করল এবং গোপনীয়ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে বলেন : ‘আমি অবগত হয়েছি যে, কুরাইশদের পত্র তোমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তারা তোমাদের ততখানি ক্ষতি করতে পারবেনা যত

ক্ষতি তোমরা নিজেদের হাতে রচনা করতে যাচ্ছ। তোমরা কি নিজেরাই নিজেদের হাতে তোমাদের সন্তানদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছ?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উপদেশ তাদের উপর ক্রিয়াশীল হল এবং তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। এ খবরটি কুরাইশদের কাছেও পৌঁছল। কিন্তু কুরাইশরা বদরের যুদ্ধ শেষে আবার পত্র লিখলো এবং তাদের শক্তি ও দুর্ভেদ্য দুর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এও জানিয়ে দিল যে, যদি মাদীনার ইয়াহুদী, নাসারা, কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে কুরাইশরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাদের নারীদেরকে তাদের থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা। এর ফলে মাদীনার ঐ লোকগুলো আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করল। বানু নাযীর গোত্র তখন পরিস্কারভাবে চুক্তি ভঙ্গের কথা ঘোষণা করল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল যে, তিনি যেন ত্রিশজন লোকসহ তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের ত্রিশজন পণ্ডিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় দল মাঝামাঝি এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে। যদি তাদের এ লোকগুলো তাঁকে সত্যবাদী রূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনে তাহলে তারাও তাঁর সাথে ঈমান আনবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের দুরভিসন্ধি তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দেন। ফলে তারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হলনা।

তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পর দিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেন : ‘তোমরা যদি আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তাহলেতো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই।’ তারা তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সারা দিন ধরে যুদ্ধ চললো। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীরকে উক্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দিয়ে বানু কুরাইযাহর নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করলেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান হতে পুনরায় বানু নাযীরের নিকট গমন করেন। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাদীনা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন : ‘তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাব-

পত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও।’ সুতরাং তারা ঘর-বাড়ীর আসবাব-পত্র এমন কি দরজা ও কাঠগুলিও উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে। তাদের খজুর-বৃক্ষগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা এগুলি তাঁকেই দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ফাই’ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। (সূরা হাশ্বর, ৫৯ : ৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খজুর-বৃক্ষগুলির অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন। আনসারগণের মধ্যে শুধু দু’জন অভাবগ্রস্তকে অংশ দেন। এ ছাড়া সবই তিনি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। যা বাকী থাকে ওটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদাকাহ যা বানু ফাতিমার হাতে এসেছিল। (আবু দাউদ ৩/৪০৪)

এখন আমরা সংক্ষেপে গাযুওয়ায়ে বানী নাযীরের ঘটনা বর্ণনা করছি এবং এজন্য আল্লাহরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

বানী নাযীরের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ

মুশরিকরা প্রতারণা করে বি’রে মাউনাহ নামক স্থানে সাহাবীগণকে শহীদ করে যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। তাঁদের মধ্যে আমার ইব্ন উমাইয়া যামারী (রাঃ) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন এবং মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমির গোত্রের দু’জন লোককে হত্যা করেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু আমিরের (রাঃ) এ খবর জানা ছিলনা। মাদীনায় পৌঁছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন তখন তিনি তাঁকে বলেন : ‘তুমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছ? তাহলেতো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ বানু নাযীর ও বানু আমিরের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সন্ধি ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, রক্তপণের কিছু তারা আদায় করবে এবং কিছু তিনি আদায় করবেন, আর এভাবে বানু আমিরকে সন্তুষ্ট

করবেন। বানু নাযীর গোত্রের বস্ত্রিটি মাদীনার পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। (ইবন হিশাম ৩/১৯৫)

সীরাতে ইবন ইসহাকে আরও বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে বলল : ‘হে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, আমরা এ জন্য প্রস্তুত আছি।’ অতঃপর তারা তাঁর নিকট হতে সরে গিয়ে পরস্পর গোপন পরামর্শ করল : ‘এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। এখন তিনি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছেন। এসো তাঁকে আমরা শেষ করে (হত্যা করে) ফেলি।’ তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, যে দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসে আছেন ঐ ঘরের উপর কেহ উঠে সেখান হতে সে তাঁর উপর একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। এতেই তাঁর জীবনলীলা শেষ হয়ে যাবে।

আমর ইবন জিহাশ ইবন কা‘ব সেচ্ছায় এ কাজে এগিয়ে এলো। অতঃপর কাজ সাধনের উদ্দেশ্যে সে ছাদের উপর আরোহণ করল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা‘আলা জিবরাঈলকে (আঃ) স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন সেখান হতে চলে যান। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হতে উঠে দাঁড়ালেন এবং মাদীনাতে চলে গেলেন, ফলে ঐ নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হল।

ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আলী (রাঃ) প্রমুখ। তিনি সেখান হতে সরাসরি মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন না এবং মাদীনাতেই তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন, তাঁরা তাঁর বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। পথে একটি লোকের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি মাদীনাতে পৌঁছে গেছেন। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং আল্লাহর পথে বানী নাযিরের দিকে বেরিয়ে পড়েন। বানী নাযিরের ইয়াহুদীরা মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেখে তাদের দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন এবং তাদের আশে-

পাশের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন ইয়াহুদীরা চীৎকার করে বলতে লাগল যে, এটা হচ্ছে কি? যিনি অন্যদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মন্দ বলেন তিনি এটা কি করতে শুরু করলেন?

বানু আউফ ইব্ন খায়রাজের গোত্রটির মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, ওয়াদীআহ, মালিক ইব্ন কাওকাল, দা'য়িস প্রমুখ ব্যক্তির ছিল। তারা বানী নাযীর গোত্রকে বলে পাঠিয়েছিল : 'তোমরা মুকাবিলায় স্থির ও অটল থাক, আত্মসমর্পণ করনা, আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছে। তোমাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে তোমাদেরকে বের করে দিলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হব।' কিন্তু তারা ইয়াহুদীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। এদিকে বানী নাযীর গোত্র ভীত-সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে মাদীনা ছেড়ে চলে যেতে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু তাদের উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা যেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের ঘরগুলি ভেঙ্গে দরজাগুলি পর্যন্ত সাথে নিয়ে যায়। ওগুলি নিয়ে গিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে। তাদের অবশিষ্ট মালগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায় যা তিনি ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। ওগুলি তিনি ঐ সব লোকের মধ্যে বন্টন করে দেন যাঁরা প্রথম দিকে হিজরাত করেছিলেন। আনসারগণের মাত্র দু'জন দরিদ্র লোককে তিনি কিছু অংশ দেন। তাঁরা হলেন সাহল ইব্ন হানীফ (রাঃ) ও আবু দুযানাহ সিমাক ইব্ন খারাসাহ (রাঃ)। বানু নাযীর গোত্রের মাত্র দু'জন লোক মুসলিম হয় যাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই থেকে যায়। একজন হলেন ইয়ামীন ইব্ন উমাইর ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর ইব্ন যিহাশ (রাঃ) এবং অপর জন হলেন সা'দ ইব্ন অহাব (রাঃ)।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামীনকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন : 'হে ইয়ামীন (রাঃ)! তোমার ঐ চাচাতো ভাইটির কথা জান কি যে আমার ক্ষতি সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল?' তাঁর এ কথা শুনে ইয়ামীন

(রাঃ) একটি লোকের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। সূরা হাশ্ব বানু নাযীরের এই ঘটনা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়।

বানু নাযীরের ঐ দুর্গগুলি মাত্র ছয়দিন অবরোধ ছিল। দুর্গগুলির দৃঢ়তা, ইয়াহুদীদের সংখ্যাধিক্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন চক্রান্ত ইত্যাদি দেখে অবরোধকারী মুসলিমদের এটা কল্পনাও ছিলনা যে, তারা এত তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারণাভীত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتْنَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বংস পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারণার বাহির। (সূরা নাহল, ১৬ : ২৬) আল্লাহ তা'আলার নীতিই এই যে, চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের মধ্যেই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হয়। আর ত্রাসের সঞ্চার হবেইনা বা কেন? তাদেরকে অবরোধকারী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রভাব দান করা হয়েছিল। তাঁর নাম শুনে শত্রুদের অন্তর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে কেঁপে উঠত। তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! অতঃপর বলা হয়েছে :

يُخْرَبُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ وَالْمُؤْمِنِينَ
হাতে তাদের ঘর-বাড়ীগুলি ধ্বংস করতে শুরু করে। ছাদের কাঠ ও ঘরের দরজাগুলি নিয়ে যাবার জন্য ভেঙ্গে ফেলতে থাকে। মু'মিনদের হাতেও ওগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : অতএব, হে চক্ষুস্মান ব্যক্তির! তোমরা এটা হতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
যদি ঐ ইয়াহুদীদের ভাগ্যে নির্বাসন লিপিবদ্ধ না থাকত এবং আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তাহলে দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে আরও কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন যুহরী (রহঃ) বলেন যে, হয়তো তাদেরকে হত্যা করা হত ও বন্দী করা হত।

উরওয়াহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর তরফ হতে তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের সম্মুখীন হতে হবে আগুনের দহন জ্বালা। (আর রাযী ২৯/২৪৫)

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ এই পার্থিব শাস্তির পরেই পারলৌকিক শাস্তি রও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানেও তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত রয়েছে। তাদের এই দুর্গতির প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং একদিক দিয়ে তারা সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। কেননা প্রত্যেক নাবীই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ঐ লোকগুলো তাঁকে পুরাপুরিভাবে চিনত ও জানত। এমনকি পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে তার চেয়েও অধিক তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত। আর প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহ তা‘আলার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের উপর তিনি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূল (সাঃ) ইয়াহুদীদের গাছপালা কেটে ফেলেছিলেন

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أَوَّلِهَا তোমরা যে খজুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছে এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

لِّينَةٍ বলা হয় ভাল খেজুরের গাছকে। আবু উবাইদাহ (রাঃ) বলেন : আযওয়াহ ও বারনী এই দুই প্রকার খেজুর লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (আর রাযী ২৯/২৪৬) কেহ কেহ বলেন যে, শুধু আযওয়াহ ছাড়া অন্য সব খেজুরই লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ২৩/২৬৮) কিন্তু ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) মতে সর্বপ্রকারের খেজুরই এর অন্তর্ভুক্ত, বুওয়াইরাহও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানী নায়ীর এলাকা অবরোধ করার ফলে তাদের অন্তরে ভয়, দুশ্চিন্তা ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁদের খেজুর গাছগুলিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াজিদ ইব্ন রুমান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানের (রহঃ)

বরাতে বলেন : বানী নাযীর গোত্রের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই বলে একটি বার্তা প্রেরণ করে যে, তিনিতো পৃথিবীতে অনাসৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তাহলে কেন তিনি তাদের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা এ আয়াতটি নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, মুসলিমরা যে গাছগুলি কেটে ফেলেছে এবং যা রেখে দিয়েছে তা সবই আল্লাহরই অনুমতিক্রমে হয়েছে। এটা এ জন্য যাতে শত্রুদল লাঞ্চিত, অপমানিত এবং অকৃতকার্য হয়। (তাবারী ২৩/২৭১)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : মুহাজিরগণ একে অপরকে ঐ গাছগুলি কেটে ফেলতে নিষেধ করছিলেন এ কারণে যে, শেষেতো ওগুলি গানীমাত হিসাবে মুসলিমরাই লাভ করবেন, সুতরাং ওগুলি কেটে ফেলে লাভ কি? তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, বাঁধাদানকারীরাও একদিকে সত্যের উপর রয়েছে এবং কর্তনকারীরাও সত্যের উপর রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের উপকার সাধন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য হল কাফিরদেরকে রাগান্বিত করে তোলা এবং তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করানো।

এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : সাহাবীগণ (রাঃ) খেজুর গাছের কাণ্ড কেটে ফেলার পর ভাবলেন যে, না জানি হয়তো ঐ খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা অথবা বাকী রেখে দেয়ার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাই তাঁরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা ... مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّبْنَةٍ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ দু’টিতেই প্রতিদান বা সাওয়াব রয়েছে, কর্তন করার মধ্যেও এবং বাকী রেখে দেয়ার মধ্যেও। (নাসাঈ ৬/৪৮৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া উভয়েরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আহমাদ ২/৭, ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫)

ঐ সময় বানু কুরাইযা ইয়াহুদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তাদেরকে মাদীনাযই অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারাও যখন মুকাবিলায় যোগ দেয় তখন তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী, শিশু ও তাদের সম্পদগুলি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঈমান আনে তারা রক্ষা পায়।

অতঃপর মাদীনা হতে সমস্ত ইয়াহুদীকে বের করে দেয়া হয়। বানী কাইনুকাহকেও বের করে দেয়া হয়। তাদের গোত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ছিলেন এবং বানী হারিসাও। বাকী সমস্ত ইয়াহুদীকে নির্বাসন দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫) ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) মতে এটা উহুদ ও বি'রে মাউনার পরবর্তী ঘটনা।

৬। আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে 'ফাই' তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহতো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٦. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৭। আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিভবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।

٧. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,
আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘ফাই’ এবং উহা ব্যয়ের খাত

ফাই কোন মালকে বলে, ওর বিশেষণ কি এবং হুকুম কি এসবের বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। ফাই কাফিরদের ঐ মালকে বলা হয় যা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই মুসলিমদের হস্তগত হয়। যেমন বানী নাযীরের ঐ মাল ছিল যার বর্ণনা উপরে গত হল যে, মুসলিমরা ওর জন্য তাদের অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। অর্থাৎ ঐ কাফিরদের সাথে সামনা-সামনি কোন যুদ্ধ হয়নি, বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেন এবং তারা তাদের দুর্গ শূন্য করে মুসলিমদের কর্তৃত্বে চলে আসে। এটাকেই ফাই বলা হয়। তাদের মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দখলে এসে যায়। তিনি ইচ্ছামত ওগুলি ব্যয় করেন। সুতরাং তিনি সাওয়াব ও ভাল কাজেই ওগুলি খরচ করেন, যার বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াত এবং অন্য আয়াতে রয়েছে।

তাই এখানে আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বানু নাযীরের নিকট হতে প্রাপ্ত, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা (মুসলিমরা) অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহতো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তাঁর উপর কারও কোন শক্তি নেই এবং কেহ তাঁর কোন কাজে বাধাদান করারও ক্ষমতা রাখেনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম এটাই যে, ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। এটাই হল ফাই-এর মালের খরচের স্থান এবং এর খরচের হুকুম। হাদীসে এসেছে যে, বানী নাযীরের মাল ফাই হিসাবে খাস করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই হয়ে যায়। তা হতে তিনি স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে সারা বছরের খরচ দিতেন এবং যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি যুদ্ধান্ত্র ও যুদ্ধের আসবাব-পত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। (আহমাদ ১/২৫ ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৩৭৬, আবু দাউদ ৩/৩৭১, তিরমিযী ৫/৩৮১, নাসাঈ ৭/১৩২)

মালিক ইব্ন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘একদা কিছুটা বেলা হওয়ার পর আমীরুল মু‘মিনীন উমার ইব্ন খাতাব (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একটি চৌকির উপর খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে আছেন যার উপর কাপড়, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই। আমাকে দেখে তিনি বলেন : ‘তোমার কাওমের কিছু লোক অভাব অনটনের কারণে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের জন্য কিছু সাহায্য দিয়েছি। তুমি তা নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও।’ আমি বললাম : জনাব! যদি এ কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করতেন তাহলে খুবই ভাল হত। তিনি বললেন : ‘না, তোমাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হল।’ আমি বললাম : ঠিক আছে। ইতোমধ্যে (তাঁর দ্বাররক্ষী) ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), যুবায়ের ইব্ন আওয়াম (রাঃ) এবং সা‘দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এসেছেন। তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন কি?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে বল।’ তারা এলেন। আবার ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমার (রাঃ) বললেন : ‘তাঁদেরকেও আসতে বল।’ তাঁরা দু’জনও এলেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আমার মধ্যে ও এর (আলীর রাঃ) মধ্যে মীসাংসা করে দিন।’ পূর্বে যে চারজন সম্মানিত ব্যক্তি এসেছিলেন তাদের মধ্য হতেও কোন একজন বললেন : ‘হ্যাঁ, হে আমীরুল মু‘মিনীন! এ দু’জনের মধ্যে ফাইসালা করে দিন এবং তাঁদের শান্তি দিন।’ ঐ সময় আমার ধারণা হল যে, এই দুই সম্মানিত ব্যক্তিই ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে পূর্বে পাঠিয়েছেন। উমার (রাঃ) এই দু’জনকে বললেন : ‘আপনারা থামুন।’ অতঃপর তিনি ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে আল্লাহর হুকুমে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাঁর শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন : ‘আমরা (নাবীরা) কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা কিছু (মাল-ধন) ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়’ এটা কি আপনাদের জানা আছে?’ তারা উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ (আমাদের জানা আছে)।’ অতঃপর তিনি আলী (রাঃ) ও আব্বাসকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, যে আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়ম রয়েছে তাঁর শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, ‘আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি আপনাদের জানা আছে কি?’ তাঁরা জবাবে বললেন : ‘হ্যাঁ, আছে।’ তখন উমার (রাঃ) বললেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু সম্পদ খাস করেছিলেন যা জনগণের মধ্যে কারও জন্য খাস করেননি।’

অতঃপর তিনি ... وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা বানী নাবীরের মাল স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাই স্বরূপ দিয়েছিলেন। আল্লাহর শপথ! না তিনি এতে আপনাদের উপর অন্য কেহকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, না তিনি নিজে সবই নিয়ে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের এক বছরের খরচ গ্রহণ করতেন এবং বাকীটা বাইতুল মালে জমা দিতেন।’ তারপর তিনি ঐ চারজন মহান ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন : ‘এটা কি আপনাদের জানা আছে?’ তাঁরা ‘হ্যাঁ’ বলে উত্তর দেন। তারপর তিনি ঐ দুই সম্মানিত ব্যক্তিকে ঐ রূপ শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁরাও উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বলেন। অতঃপর উমার (রাঃ) বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালের পর আবু বাকর (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হন। তারপর আপনারা দু’জন (আলী রাঃ ও আব্বাস রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি আত্মীয়তার দাবী জানিয়ে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল হতে আপনার মীরাস যাপ্ত করেন। আর ইনি অর্থাৎ আলী (রাঃ) নিজের প্রাপ্যের দাবী জানিয়ে স্বীয় স্ত্রী অর্থাৎ ফাতিমার (রাঃ) পক্ষ হতে তাঁর পিতা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালের মীরাস চেয়ে বসেন। জবাবে আবু বাকর (রাঃ) আপনাদের দু’জনকে বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদাকারূপে গণ্য হয়।’ আল্লাহ তা‘আলা খুব ভাল জানেন যে, আবু বাকর (রাঃ) নিশ্চিতরূপে একজন সত্যবাদী, সৎ আমলকারী, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি যতদিন খালীফা ছিলেন ততদিন তিনি এ মালের জিম্মাদার ছিলেন। তাঁর ইত্তিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নির্বাচিত হয়েছি। তারপর ঐ মাল আমার জিম্মাদারীতে চলে আসে। এরপর এক পর্যায়ে আপনারা দু’জন আমার নিকট আগমন করেন এবং নিজেরা এই মালের জিম্মাদার হওয়ার প্রস্তাব ও দাবী জানান। জবাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ মাল খরচ করতেন আপনারাও ঐভাবে খরচ করবেন এই

শর্তে যদি আপনারা এই মালের জিম্মাদার হতে চান তাহলে আমি এটা আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি। আপনারা এটা স্বীকার করে নিন এবং আল্লাহ তা‘আলাকে সাক্ষী রেখে আপনারা এ মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করুন। অতঃপর এখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, তাহলে কি আপনারা এছাড়া অন্য কোন ফাইসালা চান? আল্লাহর শপথ! কিয়ামাত পর্যন্ত আমি এছাড়া অন্য কোন ফাইসালা করতে পারিনা। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, যদি আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ করতে অপারগ হন তাহলে এর জিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দিন যাতে আমি নিজেই এটাকে ঐ রূপেই খরচ করি যে রূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরচ করতেন এবং যেভাবে আবু বাকর (রাঃ)-এর খিলাফাতের যুগে খরচ করা হত এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে।’ (আবু দাউদ ৩৬৫, ফাতহুল বারী ১৩/২৯০, মুসলিম ৩/১৩৭৭, তিরমিযী ৫/২৩৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

فَايَ - এর মালের খরচের
لَا يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
জায়গাগুলি আমি এজন্যই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। শুধু মালদারদের হাতে চলে গেলে তারা তাদের ইচ্ছামত তা খরচ করত এবং দরিদ্রদের হাতে তা আসতনা।

প্রতিটি কাজে এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে রাসূলের (সাঃ) অনুসরণ করতে বলা হয়েছে

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
ইরশাদ হচ্ছে :
আমার রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলে তা তোমরা কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা এ বিশ্বাস রেখ যে, রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ করে সেটাই ভাল কাজ এবং যে কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজ।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন ঐ নারীদের উপর যারা উষ্ণি করায় ও যারা উষ্ণি করে, যারা তাদের স্র ও মুখের লোম উপড়ে ফেলে (স্র প্লাক করে) এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাদের সামনের দাঁতগুলির মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর তৈরীকৃত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়।’ তাঁর এ কথা শুনে বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নাম্নী একটি মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করে : ‘আপনি কি এরূপ কথা বলেছেন?’ উত্তরে

তিনি বলেন : ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার উপর লা’নত করেছেন, আমি কেন তার উপর লা’নত করবনা? আর যা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে?’ মহিলাটি বলল : ‘আমি কুরআনুল হাকীমের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবই পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাওতো এ হুকুম পাইনি?’ তিনি বললেন : ‘তুমি যদি বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা পেতে। আল্লাহ তা‘আলার **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** এই উক্তিটি কি তুমি কুরআন কারীমে পাওনি?’ সে জবাবে বলল : ‘হ্যাঁ, এটাতো পেয়েছি!’ তারপর তিনি তাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন সে তাঁকে বলল : ‘আমার ধারণা যে, আপনার স্ত্রীও এই রূপ করে থাকে।’ তিনি তাকে বললেন : ‘তুমি (আমার বাড়ীতে) যাও এবং তাকে দেখে এসো।’ সে গেল, কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তার কিছুই দেখলনা। সুতরাং সে ফিরে এসে বলল : ‘আমি কিছুই দেখতে পেলামনা।’ তিনি তখন বললেন : ‘যদি আমার স্ত্রী এরূপ করত তাহলে অবশ্যই আমি তাকে তালাক দিতাম।’ (আহমাদ ১/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৬৭৮)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ২/৯৭৫) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা আল্লাহকে ভয় করতঃ তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থাক। জেনে রেখ যে, যারা তাঁর নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা করে তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন।

৮। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা

۸. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

করে এবং আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের সাহায্য করে।
তরাইতো সত্যপ্রিয়ী।

وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ

৯। মুহাজিরদের আগমনের
পূর্বে যারা এই নগরীতে
বসবাস করেছে ও ঈমান
এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে
ভালবাসে এবং
মুহাজিরদেরকে যা দেয়া
হয়েছে তার জন্য তারা অন্ত
রে আকাংখা পোষণ করেনা,
আর তারা তাদেরকে
নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়
নিজেরা অভাবহস্ত হলেও;
যারা কার্পণ্য হতে
নিজেদেরকে মুক্ত করেছে
তরাই সফলকাম।

۹. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ
مِنْ قَبْلِهِمْ يَتُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

১০। যারা তাদের পরে
এসেছে তারা বলে : হে
আমাদের রাব্ব!
আমাদেরকে এবং ঈমানে
অগ্রগামী আমাদের
ভাইদেরকে ক্ষমা করুন
এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে
আমাদের অন্তরে হিংসা-
বিদ্বেষ রাখবেননা। হে
আমাদের রাব্ব! আপনিতো

۱۰. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

দয়াদ্র, পরম দয়ালু।

رُءُوفٌ رَّحِيمٌ

কারা 'ফাই' এর অধিকারী এবং মুহাজির ও আনসারগণের মর্যাদা

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, ফাই -এর মাল অর্থাৎ কাফিরদের যে মাল যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধেই মুসলিমদের অধিকারে আসে তা নির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল বলে গণ্য হয়। তিনি ঐ মাল কাকে প্রদান করবেন এটাও উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই আয়াতগুলিতেও ওরই আরও হকদারদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মালের হকদার হল ঐ দরিদ্র মুহাজিরগণ যারা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি তাঁদেরকে তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি ও নিজেদের হাতে অর্জিত সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর দীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে সদা ব্যস্ত থেকেছেন। তারাইতো সত্য্যশ্রী। এই গুণাবলী মহান মুহাজিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এরপর আনসারগণের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাঁদের ফাযীলাত, শরাফাত ও বুয়ুর্গী প্রকাশ করা হচ্ছে। তাঁদের অন্তরের প্রশস্ততা, আন্তরিকতা, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দেয়া এবং দানশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মাদীনায়া) বসবাস করেছেন ও ঈমান এনেছেন, তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসেন এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাজ্জা পোষণ করেন না এবং তাঁরা তাঁদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।

উমার (রাঃ) বলেন : 'আমি আমার পরবর্তী খালীফাকে উপদেশ দিচ্ছি প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের সাথে উত্তম আচরণের, অর্থাৎ তিনি যেন তাদের অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাকে আমি আনসারগণের সাথেও উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা উত্তম আচরণকারী তাদের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণকারী তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছি।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৯, তিরমিযী ২৪৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন :

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে - এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাদীনার আনসারগণ মুহাজিরগণের প্রতি কতখানি

মহানুভব, দয়াদ্র ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় পোষন করতেন। এমনকি তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আনসারগণ নিজেদের সম্পদ পর্যন্ত বন্টন করে দিয়েছেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমরা আনসারগণের মত এমন ভাল মানুষ আর দেখিনি। অল্পের মধ্যে অল্প এবং বেশীর মধ্যে বেশি তাঁরা বরাবরই আমাদের উপর খরচ করছেন। তারা এসব করছেন অত্যন্ত সন্তুষ্টিতে ও উৎফুল্লভাবে। কখনও তাঁদের চেহারা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয়না। তাঁরা এমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের খিদমাত করছেন যে, আমাদের ভয় হচ্ছে না জানি হয়তো তাঁরা আমাদের সমস্ত সৎ আমলের প্রতিদান নিয়ে নিবেন!’ তাঁদের এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘না, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে।’ (আহমাদ ৩/২০০)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আনসারগণকে ডাক দিয়ে বলেন : ‘আমি বাহরাইন এলাকাটি তোমাদের নামে লিখে দিচ্ছি।’ এ কথা শুনে তাঁরা বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে পর্যন্ত আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ না দিবেন সেই পর্যন্ত আমরা এটা গ্রহণ করবনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন : ‘সম্ভবতঃ না। আমার পরে এমন এক সময় আসবে যে, অন্যদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে বাদ দেয়া হবে। তখন তোমরা সাব্র করবে যতদিন না আমার সাথে সাক্ষাত হয়।’ (ফাতহুল বারী ৭/১৪৬)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘না। আনসারগণ তখন মুহাজিরগণকে বললেন : বাগানের কাজকর্ম তোমরাই করবে এবং উৎপাদিত ফলে আমাদেরকে শরীক করবে।’ মুহাজিরগণ জবাব দিলেন : ‘আমরা আনন্দিত চিন্তে এটা মেনে নিলাম।’ (ফাতহুল বারী ৫/১১)

আনসারগণ (রাঃ) কখনও মুহাজিরগণের (রাঃ) প্রতি বিদেষ পোষণ করতেননা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ এই আনসারগণ (রাঃ) মুহাজিরগণের (রাঃ) মান-মর্যাদা ও বুয়ুর্গী দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করেনা। মুহাজিরগণ যা লাভ করে তাতে তারা মোটেই ঈর্ষা করেনা। অর্থাৎ তাদেরকে যা দেয়া হয় তা যদি আনসারগণকে দেয়া না হয় তাহলে তারা ঈর্ষা পোষণ করেননা।

আনসারগণ (রাঃ) ছিলেন স্বার্থহীন

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ নিজেরা (আনসাররা) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তাদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অভাব মিটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দিতেন এবং বাস্তবেও তারা তা পালন করতেন।

সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যার নিজেরই প্রয়োজন আছে, এতদসত্ত্বেও সাদাকাহ করে, তার সাদাকাহ হল উত্তম সাদাকাহ।' (আবু দাউদ ২/১৪৬) এই মর্যাদা ঐ লোকদের মর্যাদার চেয়েও অগ্রগণ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُطْعَمُونَ اَلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহাৰ্য দান করে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৮) অন্যত্র আছে :

وَالْمَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৭) কিন্তু এই লোকগুলি অর্থাৎ আনসারগণের নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দান করে থাকেন। মালের প্রতি আসক্তি নেই এবং প্রয়োজনও থাকেনা এমন সময়ের দান-খাইরাত ঐ মর্যাদায় পৌঁছেনা, যে প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও দান করে।

এই প্রকারের দান ছিল আবু বাকর সিদ্দীকীর (রাঃ) দান। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আবু বাকর (রাঃ)! আপনার পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছেন?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে এসেছি।’ (তিরমিযী ১০/১৬১) অনুরূপভাবে ঐ ঘটনাটিও এরই অন্তর্ভুক্ত যা ইয়ারমূকের যুদ্ধে ইকরিমাহ (রাঃ) (ইবন আবু জাহল) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে ঘটেছিল। যুদ্ধের মাইদানে মুজাহিদগণ (রাঃ) আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পিপাসায় কাতর হয়ে তাঁরা ছটফট করছেন এবং ‘পানি পানি’ করে চীৎকার করছেন! এমন সময় একজন মুসলিম পানির মশক কাঁধে নিয়ে এলেন। ঐ পানি তিনি আহত মুজাহিদগণের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু একজন বললেন : ঐ যে, ঐ ব্যক্তিকে দাও। তিনি ঐ দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর পার্শ্ববর্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন। ঐ মুসলিমটি তখন তৃতীয় মুজাহিদের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে! ততক্ষণে বাকি অন্য দুই মুজাহিদও শহীদ হয়ে যান। তাদের কেহই ‘অপর ভাই পান করবেন’ এ আশায় নিজে পান করলেননা। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন!’

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দারিদ্রতা আমাকে আঘাত হেনেছে। মেহেরবানী করে আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর স্ত্রীদের বাড়ীতে লোক পাঠান (যদি কারও কাছে কোন খাবার থেকে থাকে)। কিন্তু তাঁদের কারও বাড়ীতেই কিছুই পাওয়া গেলনা। তিনি তখন জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন : ‘আজ রাতে আমার এই মেহমানকে খাদ্য খাওয়াবে এমন কেহ আছে কি? আল্লাহ তার উপর দয়া করবেন।’ একজন আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি (আছি)।’ অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী চললেন। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললেন : ‘দেখ, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান! তার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা কর।’ এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন : ‘আল্লাহর শপথ! বাড়ীতে আজ শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।’ আনসারী তখন তাঁর স্ত্রীকে বললেন : ‘রাতের খাবার না খাওয়ায়েই

শিশুদের শুইয়ে দাও। মেহমানের খাওয়ার সময় তুমি প্রদীপটি নিভিয়ে দিবে। তখন মেহমান মনে করবে যে, আমরা খেতে রয়েছি।’ স্ত্রী তাই করলেন। সকালে আনসারী লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি বলেন : ‘মহামহিমামিত আল্লাহ এই ব্যক্তির এবং তার স্ত্রীর রাতের কাজ দেখে খুশি হয়েছেন এবং হেসেছেন।’ ঐ ব্যাপারেই **وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ**

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫০০, ৭/১৪৯; মুসলিম ৩/১৬২৪, ১৬২৫; তিরমিযী ৯/১৯৭, নাসাঈ ৬/৬৮৬) আবু তালহা (রাঃ) আনসারী থেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যা হুবহু একই। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা যুল্ম হতে বেঁচে থাক। কেননা এই যুল্ম কিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। হে লোকসকল! তোমরা কার্পণ্য ও লোভ-লালসাকে ভয় কর। কেননা এটা এমন একটা জিনিস যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। এরই কারণে তারা পরস্পর খুনা-খুনি করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে।’ (আহমাদ ৩/৩২৩, মুসলিম ৪/১৯৯৬)

আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট এসে বলে : ‘হে আবু আবদুর রাহমান (ইব্ন মাসউদ)! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি।’ তিনি তার এ কথা শুনে বলেন : ‘কেন, ব্যাপার কি?’ লোকটি উত্তরে বলে : ‘আল্লাহ তো বলেছেন, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।’ আর আমি তো একজন কৃপণ লোক। আমি তো আমার মালের কিছুই খরচ করতে চাই না!’ তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন : ‘এখানে কার্পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ যুল্ম করে ভক্ষণ করবে। তবে হ্যাঁ, কার্পণ্যও নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ অভ্যাস।’ (তাবারী ২৮/২৯) মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ যারা

তাদের (মুহাজির ও আনসারগণের) পরে এসেছে, তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়াদ্রু, পরম দয়ালু!

এরা হলেন ফাই -এর মালের তৃতীয় প্রকার হকদার। মুহাজির ও আনসারগণের দরিদ্রদের পরে তাঁদের অনুসারী হলেন তাঁদের পরবর্তী ঈমানদার লোকেরা। এই লোকদের মধ্যের মিসকীনরাও এই ফাই -এর মালের হকদার। এঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এঁদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। যেমন সূরা বারাতের রয়েছে :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَنِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

‘মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট।’ (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০০) অর্থাৎ এই পরবর্তী লোকেরা ঐ পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসারগণের লোকদের পদাংক অনুসরণকারী এবং তাঁদের উত্তম চরিত্রের অনুসারী ও ভাল দু'আর মাধ্যমে তাঁদেরকে স্মরণকারী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেন : যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়াদ্রু, পরম দয়ালু।

এই দু'আ দ্বারা ইমাম মালিক (রহঃ) কতই না সুন্দর দলীল গ্রহণ করেছেন! তিনি বলেন যে, রাফেযী সম্প্রদায়ের কোন লোককে যেন সেই সময়ের নেতা ফাই -এর মাল হতে কিছুই প্রদান না করেন। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের জন্য দু'আ করার পরিবর্তে তাঁদেরকে গালি দিয়ে থাকে।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : ‘ঐ লোকদের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তারা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে! কুরআন হুকুম করছে যে, মানুষ

যেন মুহাজির ও আনসারগণের জন্য দু'আ করে, অথচ এ লোকগুলো (রাফেযীরা) তাঁদেরকে গালি দেয়।' অতঃপর তিনি يَقُولُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ جَاؤُوا وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 'এ আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসলিম ৪/২৩১৭)

<p>১১। তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে : তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারও কথা মানবনা এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।</p>	<p>۱۱. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ</p>
<p>১২। বস্তুতঃ তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবেনা এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা।</p>	<p>۱۲. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا تَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ</p>
<p>১৩। প্রকৃত পক্ষে, তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা</p>	<p>۱۳. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي</p>

তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর।
এটা এ জন্য যে, তারা এক
নির্বোধ সম্প্রদায়।

صُدُّوهُمْ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

১৪। তারা সবাই
সমবেতভাবেও তোমাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ
হবেনা, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত
জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ
প্রাচীরের অন্তরালে থেকে,
পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ
প্রচণ্ড। তুমি মনে কর তারা
ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের
মিল নেই; এটা এ জন্য যে,
তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

۱۴. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا
فِي قَرْيٍ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ
جُدُرٍ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

১৫। তাদের তুলনা তাদের
পূর্বে যারা নিজেদের
কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন
করেছে, এবং তাদের জন্যও
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

۱۵. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৬। তাদের তুলনা হচ্ছে
শাইতান, যখন সে মানুষকে
বলে, কুফরী কর। অতঃপর
যখন সে কুফরী করে তখন
শাইতান বলে : তোমার সাথে
আমার কোন সম্পর্ক নেই,
আমি জগতসমূহের রাব্ব

۱۶. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ
لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ

আল্লাহকে ভয় করি।	اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
১৭। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল।	<p>١٧. فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ</p>

মুনাফিকদেরকে ইয়াহুদীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান

আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহুদী বানী নাযীরের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলে : ‘আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রয়োজনে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। যদি তোমরা পরাজিত হও এবং তোমাদেরকে মাদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এই শহর ছেড়ে চলে যাব।’ তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের আমরা কখনো মেনে নিবনা এবং তোমাদেরকে আক্রমণ করলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আসলে এই ওয়াদা করার সময় তা পূরণের নিয়তই তাদের ছিলনা। তাদের এই মনোবলই ছিলনা যে, তারা এরূপ করতে পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং বিপদের সময় তাদের সাথে থাকবে। যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু তখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবেনা, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। অতঃপর মু’মিনদেরকে ভবিষ্যতের একটি শুভ সংবাদ জানিয়ে দেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা বলেন :

اللَّهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ
অপেক্ষা তোমাদেরকেই অধিকতর ভয় করে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! এদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশি আছে। যেমন আল্লাহ তা’আলা অন্য জায়গায় বলেন :

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تَخَشَّوْنَ النَّاسَ كَتَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৭) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ এটা এই জন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

তাদের ভীর্ণতা ও কাপুরুষতার অবস্থা এই যে, তারা মুসলিমদের সাথে সামনা-সামনি কখনও যুদ্ধ করার সাহস রাখেনা। তবে হ্যাঁ, যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যে বসে থেকে কিংবা পরিখার মধ্যে লুকিয়ে থেকে কিছু করার সুযোগ পায় তাহলে তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করা তাদের জন্য সুদূর পরাহত। তারা পরস্পরই একে অপরের শত্রু। তাদের পরস্পরের মধ্যে কঠিন শত্রুতা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ

তোমাদের কেহকেও তিনি কারও যুদ্ধের স্বাদ আশ্বাদন করিয়ে থাকেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬৫) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى হে নাবী! তুমি মনে কর যে, তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঐব্যবদ্ধ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। তাদের মনের মিল নেই। মুনাফিকরা এক দিকে রয়েছে এবং কিতাবীরা অন্য দিকে রয়েছে। তারা একে অপরের শত্রু। কারণ এই যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ বলেন : এদের তুলনা হল এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করেছে তারা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানী কাইনুকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৯৩)

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের তুলনা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি : كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শাইতান, যে মানুষকে বলে : কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শাইতান বলে : 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই ইয়াহুদীদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের ঐ ইয়াহুদীদের কাজে

না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বাসনের সময় ঐ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেন : দেখ, শাইতান এভাবেই মানুষকে কুফরী করতে উত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহওয়ালা বলে প্রকাশ করে। ঐ সময় সে বলে : **إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ** : নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি। এরপর মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ বলেন :

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ফলে কুফরীকারী ও কুফরীর হুকুমদাতা উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর যালিমদের কর্মফল এটাই।

১৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

۱۸. يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১৯। আর তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাইতো পাপাচারী

۱۹. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

২০। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

۲۰. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

তাকওয়া অবলম্বন ও বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ

জারীর (রাঃ) বলেন : ‘একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমন সময় নগ্ন দেহ ও খালি পায়ে কতকগুলো লোক সেখানে আগমন করল। ডোরা কাটা কাপড় (আরব দেশীয় পোশাক) দ্বারা তারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল। তাদের কাঁধে তরবারী লটকানো ছিল। তাদের অধিকাংশই, বরং সবাই ছিল মুযার গোত্রীয় লোক। তাদের দারিদ্রতা ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আবার বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বিলালকে (রাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান হল, ইকামাত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করালেন। তারপর তিনি খুৎবাহ শুরু করলেন। তিনি বললেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ...।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১) তারপর তিনি সূরা হাশরের **وَلْتَسْطِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لَعَدٍ** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি দান-খাইরাতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ দান-খাইরাত করতে শুরু করেন। দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা), কাপড়-চোপড়, গম, খেজুর ইত্যাদি দান করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিতেই থাকেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন : ‘তোমরা অর্ধেক খেজুর হলেও তা নিয়ে এসো।’ একজন আনসারী (রাঃ) মুদ্রা ভর্তি ভারী একটি থলে কষ্ট করে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর লোকেরা দানের পর দান করতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত খাদ্য ও কাপড়ের এক একটি স্তূপ হয়ে যায়। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সোনার মত বলমল করতে থাকে। তিনি বলেন : ‘যে কেহ ইসলামের কোন ভাল কাজ শুরু করবে তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদানতো দেয়া হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই ঐ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতিদানের কিছুই কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শারীয়াত বিরোধী কোন

কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের পাপতো হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই ঐ কাজ করবে, প্রত্যেকেরই পাপ তার উপর পড়বে এবং তাদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা।’ (আহমাদ ৪/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৪) আয়াতে প্রথমে নির্দেশ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
অর্থাৎ তাঁর হুকুম পালন করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থেকে তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা কর। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَلَنَسْطُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لَعَد
কর। চিন্তা করে দেখ যে, কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহর সামনে হাযির হবে তখন কাজে লাগার মত কতটা সক্ষিত আমল তোমাদের কাছে রয়েছে! আবার তাগীদের সাথে বলা হচ্ছে :

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। না কোন ছোট কাজ তাঁর কাছে গোপন আছে, না কোন বড় কাজ তাঁর অগোচরে আছে। কোন গোপনীয় এবং কোন প্রকাশ্য কাজ তাঁর অজানা নেই। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর যিকরকে ভুলে যেওনা, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে তোমাদের ঐ সৎকার্যাবলী ভুলিয়ে দিবেন যেগুলি আখিরাতে কাজে লাগবে। কেননা প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ শ্রেণীরই হয়ে থাকে। এ জন্যই তিনি বলেন : তারাইতো পাপাচারী। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

হে মু‘মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯)

জান্নাতী এবং জাহান্নামীরা এক নয়

লা يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ : মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামী ও জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান হবেনা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْرُحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ

দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর যারা দুষ্কৃতিপরায়াণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৮) অন্যত্র বলেন :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৮)

এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলকারীদেরকে সম্মানিত করবেন এবং পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ : জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। অর্থাৎ মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে পরিত্রাণ লাভকারী।

২১। যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে।

۲۱. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

২২। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

۲۲. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

২৩। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান।

۲۳. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ۚ أَلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمُ ۚ أَلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

২৪। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা,

۲۴. هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِيقُ ٱلْبَارِئُ

সকল উত্তম নাম তাঁরই।
আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু
আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও
মহিমা ঘোষণা করে। তিনি
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এই পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। এর সামনে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, লোম খাড়া হয়ে যায়, হৃদয় কেঁপে ওঠে। এর সত্য ওয়াদা ও ভীতি প্রদর্শন প্রত্যেককে কাঁপিয়ে তোলে এবং আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত করে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই দেখা যেত যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি মহামহিমাবান আল্লাহ এই কুরআনকে কোন কঠিন ও উঁচু পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতেন এবং ওকে চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি দান করতেন তাহলে ওটাও তাঁর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাই মানুষের অন্তরেতো এটা আরও অধিক ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। কেননা পর্বতের তুলনায় মানুষের অন্তর বহুগুণ নরম ও ক্ষুদ্র এবং তাতে পূর্ণমাত্রায় বোধ ও অনুভূতি শক্তি রয়েছে। মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সামনে এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে যে, মিসর নির্মিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। অতঃপর যখন মিসর তৈরী হয়ে গেল ও বিছিয়ে দেয়া হল তখন তিনি তার উপর দাঁড়িয়েই খুৎবাহ দিতে লাগলেন এবং ঐ গুঁড়িটিকে সরিয়ে দেয়া হল। ঐ সময় ঐ গুঁড়ি হতে কান্নার শব্দ আসতে লাগল। শিশুর মত ওটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। কারণ এই যে, আল্লাহর যিক্র ও অহী ওকে কিছু দূর থেকে শুনতে হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১/৩৪, ৩৫)

ইমাম বাসরী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন : ‘হে লোকসকল! গাছের একটি গুঁড়ির যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এতো ভালবাসা হতে পারে তাহলেতো তোমাদের তাঁর প্রতি ওর চেয়ে বহুগুণ বেশি ভালবাসা থাকা উচিত।

অনুরূপভাবে এই আয়াতটিতে রয়েছে যে, যদি একটি পাহাড়ের এই অবস্থা হয় তাহলে তোমাদেরতো এর চেয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। কারণ তোমরাতো শুনছ ও বুঝছ?’ অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ

যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেতো, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতনা। (সূরা রা‘দ, ১৩ : ৩১) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও প্রস্রবন নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়। অতঃপর তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ঐগুলির মধ্যে কোনটি আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৭৪)

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকতে হবে

এরপর ইরশাদ হচ্ছে : هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

আল্লাহ ছাড়া না কোন পালনকর্তা রয়েছে, না তাঁর সত্তা ছাড়া এমন কোন সত্তা রয়েছে যে, কেহ তার কোন প্রকার ইবাদাত করতে পারে। আল্লাহ ছাড়া মানুষ যাদের ইবাদাত করে সেগুলো সবই বাতিল। তিনি সারা বিশ্বের দৃশ্যের ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই তাঁর কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান। পৃথিবীতে এমন কোন কিছু নেই, তা ছোট হোক অথবা বড় হোক, গুরুত্বপূর্ণ হোক অথবা কম গুরুত্বের হোক, এমন কি অন্ধকার রাতের পিপীলিকাও তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারেনা। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমানও বটে

এবং রাহীমও বটে। আমাদের তাফসীরের শুরুতে এ দু'টি নামের পূরা তাফসীর গত হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬) অন্য জায়গায় আছে :

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৮) মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সমস্ত জিনিসের একক মালিক তিনিই। সব কিছুরই অধিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। এমন কেহ নেই যে তাঁর কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বা তাঁকে তাঁর কার্য সম্পাদন করা হতে বিরত রাখতে পারে। তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনিই প্রকাশমান ও কল্যাণময়। সত্তাগত ও গুণগত ত্রুটি-বিচ্ছাতি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সমস্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মালাক/ফেরেশতা এবং অন্যান্য সবাই তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় সর্বদা রত। তাঁর সমুদয় কাজকর্মেও তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তিনিই **الْمُؤْمِنُ** নিরাপত্তা বিধায়ক। তাঁর পক্ষ হতে কখনও কোন প্রকার অত্যাচার হবেনা। তিনি যে সত্য কথা বলেছেন, এ কথা বলে তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের ঈমানের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনিই রক্ষক অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত মাখলূকের সমস্ত আমল সদা প্রত্যক্ষ ও রক্ষাকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা। (সূরা বুরূজ, ৫৮ : ৬) অন্যত্র বলেন :

ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৬) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? (সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৩)

তিনিই পরাক্রমশালী। প্রত্যেক জিনিস তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। প্রত্যেক মাখলূকের উপর তিনি বিজয়ী। সুতরাং তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তিমত্তা এবং বড়ত্ব দেখে কেহই তাঁর মুকাবিলা করতে পারেনা। তিনিই প্রবল এবং তিনিই মহিমাম্বিত। শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রকাশ করা শুধু তাঁরই জন্য শোভনীয়। অহংকার করা শুধু তাঁরই সাজে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'বড়াই করা আমার পোশাক এবং অহংকার করা আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব।' (মুসলিম ৪/২০২৩) সমস্ত কাজের সংস্কার ও সংশোধন তাঁরই হাতে। যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক স্থাপন করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, তিনিই উদ্ভাবনকর্তা। অর্থাৎ তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং তিনিই ওটাকে জারী ও প্রকাশকারী। তিনি যা চান তাই নির্ধারণ করেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য নির্ধারণ করেন, অতঃপর ওটা অনুযায়ী ওকে চালিয়েও থাকেন। কখনও তিনি এতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে দেননা।

আল্লাহ তা'আলার শান বা মাহাত্ম্য এই যে, যে জিনিসকে তিনি যখন যেভাবে করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও', আর তখনই তা ঐভাবেই এবং ঐ আকারেই হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেন :

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ৮) এ জন্যই এখানে বলেন : তিনি রূপদাতা। অর্থাৎ যাকে তিনি যেভাবে গঠন করার ইচ্ছা করেন সেইভাবেই করে থাকেন।

আল্লাহর উত্তম নাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ** সকল উত্তম নাম তাঁরই। সূরা আ‘রাফে এই বাক্যটির তাফসীর গত হয়েছে। তাছাড়া ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যেটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশ’টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওগুলি সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি (আল্লাহ) বেজোড় অর্থাৎ তিনি একক এবং তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।’ (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, মুসলিম ৪/২০৬৩)

প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে

মহান আল্লাহ বলেন : **يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা প্রায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪৪)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর বড়ত্বের ব্যাপারে কারও তুলনা হতে পারেনা, সবাই তাঁর কাছে বিনয়ী। তিনি তাঁর শারীয়াতের আহকামের ব্যাপারে অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

সূরা হাশর এর তাফসীর সমাপ্ত।